প্রথম আলো

তারিখ ... 27 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ...02... কলাম ...2...

ফরম পূরণ করেও জেএসসি পরীক্ষা দিতে পারেনি ওরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা শেষ করতে পারেনি মরিয়ম খাতুন। ধর্ম বিষয়ের পরীক্ষার আগের দিন তার বিয়ে হয়ে যায়। একইভাবে পরীক্ষা শুরুর তিন দিন আগে বিয়ে হয় শিমলা খাতুনের। শ্বশুরবাড়ি থেকে আর পরীক্ষা দিতে আসা হয়নি।

এবার রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১ থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত ২৩৩টি কেন্দ্রে জেএসসি পরীক্ষা হয়। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২ লাখ ৩২ হাজার ৩৮৯। তাদের মধ্যে ৪ হাজার ৯৮৩ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল।

শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা, কেন্দ্রসচিব ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের সিংহভাগই মেয়ে। জেএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করার পর, এমনকি পরীক্ষার মধ্যেও তাদের অনেকের বিয়ে হয়ে যায়।

বোর্ডের প্রধান মূল্যায়ন কর্মকর্তা এস এম গোলাম আজম জেএসসি পরীক্ষা চলাকালে ১০টি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, ৩ নভেম্বর ইংরেজি প্রথম পত্র পরীক্ষার দিন তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর পাইলট উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে যান। সেখানে ১৮ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত পান। তাদের সবাই মেয়ে। একই দিন তিনি গোমস্তাপুর চৌডালা দিশারি উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে ২০ জন শিক্ষার্থী অনুপস্থিত পেয়েছেন। তারাও মেয়ে। রহনপুর এ বি সরকারি উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে ৩৪ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে ২৮ জনই মেয়ে।

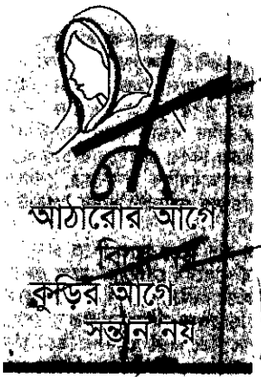

শিক্ষা বোর্ডের জেএসসি পরীক্ষার উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ফরিদ হাসান বলেন, তিনি গোমস্তাপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল ওহাবের সঙ্গে ১৮ জন মেয়ের অনুপস্থিতির ব্যাপারে যোগাযোগ করেছিলেন। ওই শিক্ষক জানান, এই ১৮ জনের মধ্যে একজন মারা গেছে, বাকিদের বিয়ে হয়েছে।

এস এম গোলাম আজম আরও জানান, তিনি ১৩ নভেম্বর গণিত পরীক্ষায় পাবনার আটঘরিয়া উপজেলায় 'এ' কেন্দ্রে গিয়ে ২৫ জন শিক্ষার্থী অনুপস্থিত পেয়েছেন। তাদের মধ্যে ১৮ জন মেয়ে। চাটমোহর আরসিএন অ্যান্ড বিএসএন উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে গিয়ে ৫৮ জন শিক্ষার্থী অনুপস্থিত পান। তাদের ৪৭ জনই মেয়ে। চাটমোহর পাইলট উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে ৩০ জন শিক্ষার্থী অনুপস্থিত পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে ১৬ জন মেয়ে।

গত বুধবার চাটমোহর আরসিএন অ্যান্ড বিএসএন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুস সালাম বলেন, মফস্বলের বিদ্যালয়ের মেয়েরা বেশি অনুপস্থিত ছিল। এরা বেশির ভাগই দরিদ্র ও অসচেতন পরিবারের। সরকার বাল্যবিবাহ অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করলেও গোপনে এরা বাল্যবিবাহ দিচ্ছে।

এস এম গোলাম আজম বলেন, তিনি ১৫ নভেম্বর বিজ্ঞান পরীক্ষার দিন ঈশ্বরদী সাঁড়া মাড়োয়ারি উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে গিয়ে নয়জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত পান। তাদের সাতজন মেয়ে। ঈশ্বরদী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে একজন মেয়েকে অনুপস্থিত পাওয়া যায়। বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে মোট ১৪ জন পরীক্ষার্থীকে অনুপস্থিত পান। তাদের মধ্যে ১১ জন মেয়ে। ঈশ্বরদী 'বি' কেন্দ্রে সমানসংখ্যক অনুপস্থিত পাওয়া গেছে। এখানেও ১১ জন মেয়ে।

বোর্ডের এই প্রধান মূল্যায়ন কর্মকর্তা বলেন, কেন্দ্রগুলোতে গিয়ে যেসব বিদ্যালয়ের বেশি শিক্ষার্থী অনুপস্থিত পাওয়া গেছে, তাদের সহপাঠীদের সঙ্গে কথা বলে তিনি জেনেছেন, অনুপস্থিত মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। গ্রামের বিদ্যালয়গুলো থেকে বেশি শিক্ষার্থী ঝরে যাচ্ছে।

গত ঈদুল আজহার পরের দিন রাজশাহীর বাঘা উপজেলার কণা আক্তারের বিয়ে হয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তাকে পাওয়া যায়। সে জানায়, শ্বশুরবাড়ি থেকে পড়াশোনায় বাধা নেই। তবে তারই আর পড়াশোনা করার ইচ্ছে নেই।

মরিয়ম খাতুনের বাড়িতে গিয়ে জানা যায়, সে শ্বশুরবাড়িতে রয়েছে। মরিয়মের স্বামীর ফোন নম্বর তাদের কাছে নেই। এ কারণে তার সঙ্গে কথা বলা যায়নি।

একই উপজেলার শিমলা খাতুন বলে, 'পরীক্ষার এক মাস আগে থেকে বিয়ের কথা হচ্ছিল। তিন দিন আগে বিয়ে হলো। এর মধ্যে পড়াশোনাই করা হয়নি। কী পরীক্ষা দেব।' বাবার অসুস্থতার কারণে তাড়াতাড়ি তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আর পড়াশোনা হবে না।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে বিভাগীয় কমিশনার আবদুল হান্নান মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'যার যার অবস্থান থেকে ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে এমন অবস্থা হতো না। আপনাদের প্রতিবেদন ঠিক হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ডেকে এ বিষয়ে করণীয় ঠিক করা হবে।'